NOV. 27 2002

সরকারী কলেজে কম্পিউটার শিক্ষা বিষয়টির বেহাল অবস্থা –একটি প্রস্তাব

দেশের ১৩৬টি সরকারী কলেজে ১৯৯৮-৯৯ শিক্ষাবর্ষ হতে কম্পিউটার শিক্ষা বিষয়টি চালু করা হলেও অদ্যাবধি পাঠদানের জন্য সুনির্দিষ্ট কোন শিক্ষক নিয়োগ করা হয়নি। 'নির্বাচিত সরকারী কলেজে কম্পিউটার বিজ্ঞান চালুকরণ এবং শিক্ষক প্রশিক্ষণ' শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে কলেজগুলোতে প্রয়োজনীয় কম্পিউটার, আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র, বই-পুস্তক, অবকাঠামো প্রভৃতি সরবরাহ করা হয়েছে। কম্পিউটার বিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারী এত বিপুলসংখ্যক শিক্ষক এ মুহূর্তে পাওয়া যাবে না বিধায় উপর্যুক্ত প্রকল্পের আওতায় প্রকল্পভুক্ত প্রতিটি সরকারী কলেজ থেকে দু'জন করে শিক্ষক নির্বাচন করে সরকারী খরচে দু'পর্যায়ে ছয় মাসমেয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্স (DCST-Diploma in Computer Science and Technology) সম্পন্ন করানো হয়েছে। এ উউওক কোর্স সম্পন্নকারী শিক্ষকগণই কঠোর পরিশ্রম ও পড়াশনা করে কম্পিউটার বিষয়ে জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করে বর্তমানে নিজ নিজ বিষয়ে পাঠদানের পাশাপাশি অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে কম্পিউটার শিক্ষা বিষয়ে পাঠদান করছেন। শিক্ষা ক্যাডারে বিষয়ভিত্তিক পদোন্নতি ও বদলীর ব্যবস্থা থাকার কারণে বর্তমানে কোন কোন কলেজ কম্পিউটার শিক্ষকশূন্য হয়ে পড়েছে, আবার কোন কোন কলেজে ৪/৫ জন শিক্ষকের সমাবেশ ঘটেছে। তাছাড়া বর্তমানে সরকারী কলেজগুলোতে চরম শিক্ষকস্বল্পতার কারণে কম্পিউটার প্রশিক্ষিত শিক্ষকগণের নিজ বিষয়ে পাঠদানের পাশাপাশি কম্পিউটার শিক্ষা বিষয় যত্নসহকারে পাঠদান ও কম্পিউটার ল্যাবঃ পরিচালনা করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে। কম্পিউটার শিক্ষা বিষয়ে সুনির্দিষ্ট শিক্ষক না থাকায় অধিকাংশ সরকারী কলেজ প্রশাসনের মধ্যে এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিকে 'চতুর্থ বিষয়' হিসেবে পাঠ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তাছাড়া বর্তমান গ্রেডিং পদ্ধতিতে 'চতুর্থ বিষয়' এপ্রাপ্ত নম্বর পরীক্ষার ফলাফল। (GPA) অন্তর্ভুক্তির ব্যবস্থা না থাকায় ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে ক্রমান্বয়ে কম্পিউটার শিক্ষা বিষয়টি একটি গুরুত্বহীন বিষয়ে পরিণত হচ্ছে যা– কোনভাবেই কাম্য হতে পারে না। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, কোটি কোটি টাকা খরচ করে সরকারী কলেজে কম্পিউটার শিক্ষা বিষয়টি চালু করার উদ্দেশ্যই চরমভাবে ব্যাহত হচ্ছে। অথচ সরকার এ বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনা করে পাঠ্য তালিকায় তা বাধ্যতামূলক করার চিন্তা-ভাবনা করছেন। তাছাড়া জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রবর্তিত চার বছরমেয়াদী অনার্স কোর্সে গণিতসহ বেশকিছু বিষয়ে 'নন-মেজর' কোর্স হিসেবে 'কম্পিউটার বিজ্ঞান' বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে– তিন বছরমেয়াদী ডিগ্রী (পাস) কোর্সেও 'কম্পিউটার বিজ্ঞান' বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

কম্পিউটার বিজ্ঞান চালুকরণ প্রকল্পে উল্লেখ ছিল দু'বছরের মধ্যে সরকারী কলেজগুলোতে কম্পিউটার বিজ্ঞান বিষয়ে পদ সৃষ্টি করে শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হবে। কিন্তু অদ্যাবধি তা করা হয়নি। পত্রিকান্তের জানা গেল, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উচ্চপর্যায়ের এক বৈঠকে ২৪তম বিসিএসএস পরীক্ষার মাধ্যমে 'কম্পিউটার বিজ্ঞান' বিষয়ে শিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থা নেয়া হবে। ২৪তম বিসিএসএস পরীক্ষার মাধ্যমে 'কম্পিউটার বিজ্ঞান' বিষয়ে শিক্ষক নিয়োগ একদিকে সময়সাপেক্ষ ব্যাপার, অন্যদিকে বর্তমান চাকরি বাজারে কম্পিউটার বিজ্ঞানে উচ্চতর ডিগ্রীধারী এত বিপুলসংখ্যক শিক্ষক নিয়োগ দেয়া সম্ভব হবে কিনা সে ব্যাপারটিও বিবেচ্য বিষয়। কাজেই বর্তমান যুগের একটি অন্যতম বিষয় কম্পিউটার বিজ্ঞানে শীঘ্র শিক্ষক সংকট নিরসনের সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ।

এমতাবস্থায়, প্রকল্পের আওতায় যে সকল শিক্ষক DCST কোর্স সম্পন্ন করে এতদিন কম্পিউটার বিজ্ঞান বিষয়ে পাঠদানে করে বিষয়টির ওপর যোগ্যতা ও দক্ষতা অর্জন করেছেন, প্রয়োজনীয় পদ সৃষ্টি করে তাদেরকে সে পদে স্থায়ীভাবে অন্তর্ভুক্ত হবার অপশন দেয়া হলে আগ্রহী শিক্ষকগণ অন্তর্ভুক্ত হতে পারবেন। এতে শিক্ষক সংকট অনেকটা নিরসন হবে। এ প্রস্তাবটি সুবিবেচনার জন্য মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী, শিক্ষা সচিব ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সদয় দৃষ্টি কামনা করছি।

–মুহাম্মদ আবুল কালাম আযাদ
১০/৩, ওয়েস্ট এন্ড স্ট্রিট, ধানমন্ডি আ/এ, ঢাকা।